স্বালাতে মুবাশ্‌শির

বিভাগ/অধ্যায়ঃ নামাযের নিয়মাবলি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

জোরে ‘আমীন’ না বলার একটি খোঁড়া যুক্তি

ইমামের পশ্চাতে নিঃশব্দে ‘আমীন’ বলার সমর্থকরা সশব্দে ‘আমীন’ বলার পিছনে ঝাল ধরানো যুক্তি পেশ করে থাকেন যে, ‘সাহাবারা নবীর পিছুতে নামায পড়তে পড়তে পালিয়ে যেতেন! তাই তিনি সকলকে জোরে ‘আমীন’ বলতে আদেশ করেছিলেন, যাতে তিনি বুঝতে পারেন, তাঁরা পিছুতে মজুদ আছেন!!’

আলগা জিভের এই খোঁড়া যুক্তিতে রয়েছে দুটি অপবাদ; প্রথমত: সাহাবাগণের নামাযের প্রতি অনীহা প্রকাশ তথা নামায ও রসূল (ﷺ) কে ত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়ার অপবাদ!

দ্বিতীয়ত: মহানবী (ﷺ) এর তরবিয়তে ত্রুটি থাকার অপবাদ! অথচ তাঁর তরবিয়ত এমন ছিল যে, সাহাবাগণ তীরবিদ্ধ অবস্থাতেও নামায পড়ে গেছেন। কাতর হয়ে নামায ছেড়ে দেন নি। তাছাড়া আল্লাহর রসূল (ﷺ) নামাযের মধ্যে নবুওয়াতের মোহ্‌র দ্বারা নিজের পিছনে সাহাবাদের রুকু-সিজদা দেখতে পেতেন। (বুখারী, মুসলিম, সহীহ মিশকাত ৮৬৮ নং) অতএব তাঁরা নামাযে আছেন, না পালিয়ে যাচ্ছেন তা জানার জন্য জোরে ‘আমীন’ বলাকে ব্যবহার তাঁর কি প্রয়োজন ছিল? আর যদি তাই হয়, তাহলে মাগরেব ও এশার শেষ তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে এবং যোহ্‌র-আসরে কি ব্যবহার করতেন? পরন্তু তিনি স্বয়ং কেন জোরে ‘আমীন’ বলতেন?

বলাই বাহুল্য যে, এটা হল বক্তার সহীহ সুন্নাহর প্রতি অবজ্ঞা ও অনীহার বহিঃপ্রকাশ। আর এর ফল অবশ্যই ভালো নয়।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=2863

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন